গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dam.gov.bd

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.০০২.১৮.০৩৮.১২-২৭০ তারিখঃ ৩০/০৪/২০১৭খ্রিঃ

**বিষয়ঃ গরুর গোস্তের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধান মুলক প্রতিবেদন প্রস্তুত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ০৯/০৩/২০১৭ তারিখে ১৬৫ সংখ্যক স্মারকে গরুর গোস্তের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধান মূলক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য পত্র জারি করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দাখিলকৃত উক্ত প্রতিবেদন পর্যলোচনা করে দেখা যায় অধিদপ্তরের একজন নবাগত তরুন কর্মকর্তাকে দিয়ে একটি অসম্পূর্ণ অন্তঃসারশুন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে তথ্য বিন্যাসসহ ভাষাগত দূর্বলতার কারণে উর্ধ্বতন যে কোন পর্যায়ে তা উপস্থাপনযোগ্য নয়। এছাড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য উক্ত প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়নি।

বর্ণিতাবস্থায়, গরুর গোস্তের উচ্চমূল্যের কারণ অনুসন্ধানমূলক একটি পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্পন্ন প্রতিবেদন নিজ উদ্যোগে প্রস্তুত পূর্বক পুনঃরায় দাখিলের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(এস, এম, সাঈদ হাসান)
সহকারী পরিচালক(প্রশাসন)
ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫

জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী
প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
ঢাকা।

গরুর মাংস প্রানিজ আমিষ। মানব দেহের আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য গরুর মাংসের গুরত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হওয়ায় প্রায় ৮০% ভাগ মানুষ গরুর মাংস আহার করে। তা ছাড়া গরুর মাংস অন্যান্য মাংসের চেয়ে সুস্বাদুও বটে। তাই গরুর মাংসের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রানি সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য উপাত্ত থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশে গরুর মাংসের বাৎসরিক মোট চাহিদা ৭১.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মোট উৎপাদন ৬২.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে আমদানী করে ঘাটতি পূরন করা হয়। তাই গরুর মাংসের মূল্য রফতানীকৃত দেশের রপ্তানী শুল্ক হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। বিগত প্রায় দুই বছর যাবৎ গরুর মাংসের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তাগন সহনীয় মূল্যে গরুর মাংস ক্রয় করতে পারছেন না।ফলে ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা নিয়ে উদ্বিগ্ন।তাই গরুর গোস্তের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়

জানুয়ারী /২০১৫ হতে এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত সময়ের গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়) নিম্নে দেখানো হলোঃ

জানুয়ারী /২০১৫ হতে ডিসেম্বর২০১৫ গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়)

| পণ্যের নাম | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গরুর মাংস | ২৮৭ | ৩০০ | ৩১৭ | ৩৩৫ | ৩৪৬ | ৩৫২ | ৩৫৭ | ৩৬১ | ৩৬৪ | ৩৬৮ | ৩৬৮ | ৩৬৬ |

জানুয়ারী /২০১৬ হতে ডিসেম্বর২০১৬ গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়)

| পণ্যের নাম | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল | মে | জুন | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | অক্টোবর | নভেম্বর | ডিসেম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গরুর মাংস | ৩৭২ | ৩৭৫ | ৩৮৭ | ৩৯৬ | ৪০৩ | ৪০৯ | ৪১৪ | ৪১৬ | ৪১৫ | ৪১৫ | ৪১৪ | ৪১৫ |

জানুয়ারী /২০১৭ হতে এপ্রিল২০১৭ গরুর মাংসের খুচরা জাতীয় গড় বাজার দর(কেজি /টাকায়)

| পণ্যের নাম | জানুয়ারী | ফেব্রুয়ারী | মার্চ | এপ্রিল |
|---|---|---|---|---|
| গরুর মাংস | ৪১৯ | ৪১৯ | ৪৫৩ | ৪৭০ |

গরুর মাংসের মূল্য বৃদ্ধির কারনসমূহঃ

১। দেশীয় গরু চাষীদের উৎপাদন ব্যয় বেশী- যেমন-খড়,খৈল,ভূষি, ধানের কুড়া,ভূট্টা, সয়াবিন মিল, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ঔষধ ইত্যাদির মূল্য বেশী।

২। এক সময় গরুর মাংস বিক্রেতারা মাথা ও চামড়াকে মুনাফা হিসাবে বিবেচনা করতেন।ব্যবসায়ীর বিপণন ব্যয়সহ গরুর ক্রয়মূল্য অনুযায়ী প্রতিকেজি মাংসের মূল্য নির্ধারণ করে বাজারে বিক্রি করত। বর্তমানে চামড়ার রফতানী কমে যাওয়ায় এর মূল্য হ্রাস পেয়েছে। প্রতিটি চামড়ার বাজার মূল্য ১৫০০-৫০০০/- টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে১০০০-২০০০/- টাকা হয়েছে।ফলে চামড়া থেকে ব্যবসায়ী যে মুনাফা করত তা এখন মাংসের ওপর প্রভাব পড়েছে।ফলে মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।
৩। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতার পরিবহণ,খাজনা,দোকান ভাড়া ইত্যাদি অর্থাৎ বিপণন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মাংসের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪। পূর্বে সীমান্তের বিভিন্ন স্পট দিয়ে বৈধ ও অবৈধভাবে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী গরু আমদানী হত। ফলে বাজারে কম মূল্যে গরুর মাংস বিক্রি হত। বর্তমানে একটি মাত্র স্পট দিয়ে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে নির্ধরিত ৫০০/- টাকা ফি ছাড়াও গরু প্রতি অতিরিক্ত ২৫০০০-৩০০০০/-টাকা ব্যয় করে গরু আমদানী করা হচ্ছে। ফলে আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় গরুর মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।